হাওড়ার ব্যাঁটরা সম্মেলনীর পুজোয় বেনারসের মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : আমাদের সমাজে সমস্ত দেবদেবীর বাসস্থান বড়-ছোট মন্দিরে। সেখানেই তাঁরা ভক্তকুলের ভক্তি ও সেবায় সমাদৃত হন। আমাদের দেশ ভারতবর্ষের পরিচয়ও মন্দিরের নামানুসারে। সেই বৃহৎ মন্দির উঠে আসছে এবার হাওড়ার স্বনামধন্য দুর্গাপুজো ব্যাঁটরা সম্মেলনীর পুজোয়। এই পুজোটি হাওড়ার উত্তর ব্যাঁটরা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির। পরিচালনা করে ব্যাঁটরা সম্মেলনী। এ বছর তাঁদের পুজোয় ফুটে উঠবে বেনারসের মন্দির। পুজো কমিটির সহ সভাপতি তপন দত্ত জানান, বেনারসের সব মন্দিরগুলো দেখতে একইরকম। সেই রকমই একটি মন্দিরের অনুকরণে আমরা এবার মণ্ডপ নির্মাণ করব। মণ্ডপের মন্দিরটি আকারে অনেকটা বড় হবে। সিঁড়ি বয়ে দর্শনার্থীরা উঠবে। মণ্ডপে প্রবেশ করে তাঁরা আবার সিঁড়ি দিয়ে নামবে। বাঁশ, বাটাম, প্লাইবোর্ড, থার্মোকল ও কাপড় দিয়ে মণ্ডপ নির্মাণ হচ্ছে। প্রতিমার বিশেষত্ব সম্পর্কে তপনবাবু বলেন, প্রতিমা এখানে সাবেকি ঘরানায় অধিষ্ঠিতা হবেন। হাওড়ার ব্যাঁটরা সম্মেলনীর এবছর পুজো আশিতম বর্ষে পা রাখল। মণ্ডপশিল্পী এস কে রায়। প্রতিমা নির্মাণ করছেন অমল পাল। প্রতিবছরই এই পুজোয় প্রচুর দর্শনার্থীরা আসেন। শুধু পুরস্কার অর্জন না দর্শনার্থীদের মন জয় করতে পারলেই তাঁদের সাফল্য বলে মনে করেন ক্লাব সদস্য পার্থ থেকে শুরু করলে সকলেই।

	8		2					
5	6	1	3					
7					1	5		
	2	6						
1	4						9	7
						3	2	
		7	1					2
					8	1	4	6
					6		3	

গতকালের সমাধান

4	6	1	2	5	8	7	9	3
2	5	3	9	1	7	8	4	6
7	8	9	4	6	3	1	5	2
3	4	6	7	8	9	5	2	1
5	7	2	1	4	6	3	8	9
9	1	8	3	2	5	6	7	4
8	9	4	6	7	1	2	3	5
6	3	5	8	9	2	4	1	7
1	2	7	5	3	4	9	6	8

আবহাওয়া

পূর্বাভাস: বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে যথাক্রমে ৩০ ডিগ্রি ও ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। **তাপমাত্রা:** বুধবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৩২ ডিগ্রি ও ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। **আপেক্ষিক আর্দ্রতা:** সর্বাধিক ৮৮ শতাংশ। **সূর্যোদয়:** ঘ ৫।২০, **সূর্যাস্ত:** ঘ ৫।৪৯। **জোয়ার:** রাত ১১.১৪। **ভাটা:** রাত ৬.১৮।

— সমাধানের নিয়ম —

এমন ভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে যেন প্রতিটি সারিতে ও প্রতিটি কলমে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

বিজ্ঞপ্তি

এই পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপন ও তার বিষয়ে কোনও দায়িত্ব আমরা স্বীকার করি না এবং আমাদের ওপর বর্তায় না।
-সম্পাদক

মুদ্রা বিনিময় হার

শেয়ারসূচক		
BSE	38,018.31	▼ (-139.61)
NIFTY	11,476.95	▲ (-43.35)

শব্দলিপি- ১৩১৭

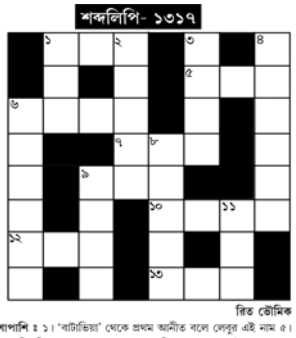

রিত্ত ভৌমিক

পাশাপাশি ঃ ১। 'বাটাভিয়া' থেকে প্রথম আনীত বলে লেবুর এই নাম। ৩। শিবের বিভূতি, মাহাত্ম্য। ৬। হাতের গয়নাবিশেষ। ৭। এমন উফাতা দু'বার দিলেলেই সব ভাজা হবে। ৯। দুদিকে থেকেই সমবেদনা জানান। ১০। পিতৃসত্য পালনের জন্য রামের যা হয়েছিল। ১২। পুরীর সমুদ্রতীরে মৎস্যজীবী জাতি। ১৩। রামের ভাই।

উপরনিচ ঃ ১। উপবন, মধ্যে দেহ। ২। ইনি 'ভ্রান্তিবিলাস'-এর রচয়িতা ও বাংলা গদ্যের জনক। ৩। লোকসমাগম হেতু উপভোগ্য। ৪। গিরিশ ঘোষের ভক্তিমূলক নাটক। ৬। অত্যন্ত সহিষ্ণু ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ। ৮। পরিবর্তন। ৯। দ্বার রক্ষক। ১০। নিম্নে আবার হাতি

সমাধান ঃ শব্দলিপি - ১৩১৬

পাশাপাশি ঃ ১। দুর্গেশনন্দিনী। ৪। শত্রুতা। ৫। কবরেজ। ৭। দর্বিকা। ৮। প্রজন। ১০। যুটনোট। ১২। কলীন্দ্র। ১৩। নিকট সম্বন্ধ।

উপরনীচ ঃ ১। দুহাতে কামানো। ২। শমক। ৩। নীরজ। ৪। শশাদ। ৬। বর্ষাত্রিতনয়। ৯। নন্দেন্দ্র। ১০। যুটানি। ১১। টমাস।

শব্দলিপি নির্মাতাদের প্রতি ঃ একটি বিশেষ ছক ও পাঁচটি সাধারণ ছক আছে। যাঁরা শব্দলিপি পাঠাতে চান, তাঁরা একগাছায় সমাধানসহ ছক ও অন্য পাতায় সূত্র এবং সূত্রের সমাধান লিখে পাঠাবেন। মনোনীত হলে প্রকাশিত হবে।

- বিভাগের দল, সম্পাদক, 'শব্দলিপি' বিভাগ।

ব্যান্ডেল গার্লস মিশন বাংলার মিশন স্কুলগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি মিশন স্কুল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ব্যান্ডেল : জিডি স্টাডি সেন্টার ও পতাকা গ্রুপের কর্ণধার তথা সমাজকল্যাণে অনন্য পথিকৃৎ মোস্তাক হোসেন পরিচালিত বাংলার বহু মিশন স্কুল শিক্ষা প্রসারে এগিয়ে এসেছে। জি ডি স্টাডি সেন্টারের তত্ত্বাবধানে নুরুল হক, লিয়াকত আলি আইএএস বহু আধিকারিকদের নির্দেশনায় এবং রফিকুল ইসলাম, মুসলিম মণ্ডলের অক্লান্ত পরিশ্রমে ব্যান্ডেল গার্লস মিশন বাংলার মিশন স্কুলগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি মিশন স্কুল হিসেবে গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবাংলার প্রায় সব জেলার ছাত্রীরা এই ব্যান্ডেল গার্লস মিশনে পড়ছে। নার্সারি থেকে কলা ও বিজ্ঞান সহ উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত এখানে পড়াশোনা হয়। ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এই মিশন স্কুলটি। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, দুই দিনাজপুর, নদিয়া, মেদিনীপুর এবং বর্ধমানের ছাত্রীর সংখ্যাই বেশি। এখানে প্রায় ৫০০ ছাত্রী লেখাপড়ায় যুক্ত আছে। মিশনের প্রধান শিক্ষক শেখ মুসলিম মণ্ডল, খালেদ আলি মণ্ডল, শেখ আকবর আলি, সাইফুল ইসলামের উপস্থিতিতে একটা আলোচনা সভাতে হাজির হয়েছিলেন উদার আকাশ পত্রিকার সম্পাদক ফারুক আহমেদ। মিশনের ছাত্রীদের গজল, নাথ, সঙ্গীত ও কবিতা আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হলেন ফারুক আহমেদ।

হতাশ পাটিকাবাড়ির আমজনতা, মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনের দু'বছর পরেও চালু হয়নি হাসপাতাল

স্টাফ রিপোর্টার : ১৬ ডিসেম্বর ২০১৫ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন সাগরদিঘির ধামুয়া স্পোর্টস কমপ্লেক্স থেকে মুর্শিদাবাদের বহু প্রকল্পের উদ্বোধন করেছিলেন। তার মধ্যেই ছিল পাটিকাবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির ১০ শয্যাবিশিষ্ট এই হসপিটালের নাম। সেদিন নওদা থানার পাটিকাবাড়ি ও চাঁদপুরের সাধারণ মানুষ আনন্দে মেতে উঠেছিলেন।

কারণ মুর্শিদাবাদের অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে থাকা এই দুই অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ খেটে খাওয়া, অশিক্ষিত ও মজদুর শ্রেণির। জ্বর, জ্বালা, পায়খানার মতো প্রাথমিক ব্যামোতেও তাদের ছুটতে হয় ১২-১৫ কিমি দূরে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। গভীর রাতে প্রসব যন্ত্রণায় কাতর মা বা সদ্য জন্মানো দুধের শিশুটি ন্যূনতম চিকিৎসাটুকুও পায় না। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় সেদিন এই নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে আশা করেছিল আমজনতা। কিন্তু স্বপ্ন, স্বপ্নই রয়ে গেল তাদের।

কারণ সমস্ত পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও কোনও এক অজানা কারণে আজও ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ১০টি শয্যা চালু হয়নি। উদ্বোধনের পর হাসপাতালে নতুন দ্বিতল ভবন, স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ হয়েছে। কিন্তু হাসপাতালে গেলে দেখা যাবে ঘন জঙ্গল, আগাছা ঘিরে ফেলেছে হাসপাতাল চত্বর। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত আউটডোর চিকিৎসার সুবিধা থাকলেও মদ, মাতাল এবং জুয়াড়িদের ভয়ে অনেক রুগীই যেতে ভয় পান। নওদা ব্লকের বিএমওএইচ মুকেশ সিংহ ওই হাসপাতালে ১০টি শয্যা অনুমোদনের কথা স্বীকার করলেও, কেন উদ্বোধনের দু'বছর পরও বেড চালু হল না সে বিষয়ে মুখ খোলেননি। অথচ হাসপাতালটিতে বেড চালু হলে পাটিকাবাড়ি, চাঁদপুর সহ শ্যামনগর, বালী, টুঙ্গি, কামাদপুরের প্রায় লক্ষাধিক মানুষ উপকৃত হবে। ব্লক হাসপাতালের ওপরও চাপ কমবে। এলাকার গ্রামবাসীরা ইতিমধ্যেই তাদের এই আবেদন লিখিতভাবে বিএমওএইচ এবং বিডিওকে জানিয়েছেন। কিন্তু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নির্বিকার।

হাওড়ায় নাবালিকার বিয়ে রুখল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : নাবালিকা মেয়ের বিয়ে দেওয়া আইনত অপরাধ, তা জানতেন মা। কিন্তু অভাব ও নিরাপত্তাহীনতার কারণে সেই কাজই করতে চলেছিলেন কোনা ধড়াপাড়ার বাসিন্দা পাবতী রায়। স্বামী মারা গেছেন বছ বছর আগে, লোকের বাড়িতে বাসন মাজার কাজ করে কোনওরকমে দু'বেলা দু'মুঠো জোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছিলেন তিনি। সারাদিন বাড়িতে থাকেন না, মেয়ে বড় হচ্ছে, যদি কোনও বিপদ হয়, সেই দুশ্চিন্তা থাকত মাথায় সারাদিন। তাইতো হাওড়া-আমতা বাসিন্দা, পেশায় কাঠ মিস্ত্রির ছেলের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে ফেলেন আগামী ১৮ নভেম্বর । সেই খবর পেয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তার বাড়িতে যান স্থানীয় দাশনগর থানার পুলিশ ও হাওড়া পুরনিগমের ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা তিলোকেশ মণ্ডল। মেয়ের লেখাপড়া ও আর্থিক সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার থেকে মুচলেকা নেন। এই বিয়ে আটকানো গেলেও একটা প্রশ্ন কিন্তু থেকেই গেল। যেখানে রাজ্যে কন্যাশ্রী, রূপশ্রীর মতো প্রকল্প রয়েছে, গ্রামাঞ্চল তো দূরের কথা শহরের মধ্যেই এই ঘটনা আরও একবার প্রমাণ করে দেয় যে প্রচারে অভাব রয়েছে।

জেল থেকে পালাল আসামি

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : হাওড়া জেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠল। জেল থেকে পালাল এক আসামি। নাম শেখ ইসরাইল। ডোমজুড় থানার একটি বধূ নির্যাতনের কেসে তার জেল হয়েছিল। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে বিষয়টি নজরে আসে কর্তৃপক্ষের। এরপরেই নড়েচড়ে বসে কর্তৃপক্ষ। মনে করা হচ্ছে, পাইপ বেয়ে সে পালিয়ে গিয়েছে।

উত্তমকুমার ও তরুণকুমার আমাদের হৃদয়ে ছিলেন, আছেন ও থাকবেন

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলা চলচ্চিত্রের মহান শিল্পী উত্তম কুমার ও তরুণ কুমার আমাদের হৃদয়ে ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। তাঁদের পুনরায় স্মরণ করতে সম্প্রতি লাইম লাইটের পরিচালনায় মহাজাতি সদনে এক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। উত্তমকুমার ও তরুণকুমারের নামে সংগ্রহশালা গড়ার প্রস্তাব, উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী সাবিত্রী চ্যাটার্জি, অভিনেতা মনু মুখার্জি সহ অন্যান্য শিল্পী ও কলাকুশলী। এই মঞ্চ থেকে 'নতুন তীর্থ' নামক এই মহান শিল্পীদের চিরস্মরণীয় করে রাখতে তাদের নানা ধরনের কাজকে মনে রাখতে একটা সংগ্রহশালা গড়ার দাবি ওঠে। যেখানে শিল্পীদের ব্যবহৃত জিনিস পোস্টার, প্রচার পুস্তিকা, গানের সংকলিত অ্যালবাম, বহু মূল্যবান ছবি প্রভৃতি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরে রাখতে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান আয়োজকদের পক্ষে দেবব্রত রায়চৌধুরি ও সঞ্জয় মুখার্জি। পাশাপাশি তরুণকুমারের নামাঙ্কিত একটি লোকশিক্ষার থিয়েটার হল নবরূপে গড়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। নতুন তীর্থের পক্ষে নাতি-নাতনী যথা গৌরব চ্যাটার্জি, মনামী ব্যানার্জি, সৌরভ ব্যানার্জি প্রমুখ এই দাবি রাখেন সরকারের কাছে।

বাগনানে মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে হাওড়ার বাগনান থানা এলাকার মানকুরে।

ওখানে এক যুবকের হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম অভিজিৎ চক্রবর্তী। বাড়ি মানকুরে। এদিন বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে ঝোপের মধ্যে তার দেহ দেখতে পায় স্থানীয় বাসিন্দারা।

পরে পুলিশে খবর দিলে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। প্রাথমিক অনুমান, তাকে খুন করা হয়েছে। তবে খুনের কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুলিশ জানতে পেরেছে, কিছুদিন ধরেই অভিজিৎ অসামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। পাশাপাশি একটি প্রেমের কারণে খুন কি না তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এলাকায় এই ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঈদ সংখ্যা প্রকাশ ও ঈদ মিলন। *- নিজস্ব চিত্র*

নির্ভীক সাংবাদিকতায় বারবার এসেছে আঘাত

স্টাফ রিপোর্টার : ২০০২ সাল থেকে সাংবাদিকতায় প্রবেশ। 'নতুনহাট বার্তা' নামে এক পাক্ষিক পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি 'সংবাদ প্রতিদিন' পত্রিকায় আলোকচিত্রী হিসাবে। এরপরে 'কৃষি সমবায় পত্রিকা'য় সহ সম্পাদক সেইসঙ্গে 'তারা নিউজ' এর ক্যামেরাম্যান। 'এবং পৌষালী' নামে খড়গপুর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিকীর বর্ধমান জেলা সংস্করণ এবং 'ইটিভি নিউজ বাংলা'র স্থানীয় সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করার সৌভাগ্য ঘটেছিল। এরপরে 'দৈনিক স্টেটসম্যান' কাগজের মহকুমা সংবাদদাতা হিসাবে ২০১০ সাল থেকে কাজ করে চলেছি। পাশাপাশি 'নব কাটোয়া বার্তা' নামে এক নিউজ বুলেটিন সম্পাদনা করে থাকি। সর্বশেষ 'খবর ইন্ডিয়া অনলাইন উটকম'-এর দক্ষিণবঙ্গ প্রধান হিসাবে বছর খানেক থাকার পর বর্তমানে চারটি নিউজ পোর্টাল চালাই। গর্বিত যে, উক্ত চারটি পোর্টাল নিউজ-ই সর্বভারতীয় পোর্টাল সংবাদ সংস্থায় নথিভুক্ত মিডিয়া সহযোগী হিসাবে। এ তো গেল আমার সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা। নির্ভীক সাংবাদিকতা করতে গিয়ে প্রথম আঘাতটি আসে ২০০৩ সালে মঙ্গলকোটের নুতনহাটে ওয়াকফের জমিতে বাসস্থান তৈরি করার খবর প্রকাশে। গ্রাম্য বিবাদে জড়িয়ে ৭টি জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা হয়। সেখানে ৫ ভরি সোনার হার ছিনতাই থেকে খুনের চেষ্টা অবধি ধারাগুলি থাকে। বছর খানেক মামলা চলার পর মামলাটিতে নির্দোষ রায়দান হয়। তখন আমি সদ্য স্নাতক, তাই পাল্টা আইনি লড়াই করার বুদ্ধিমত্তা আসেনি। যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে খবর করে মিথ্যা মামলার শিকার হয়েছিলাম। সেই দুর্নীতি তৃণমূলে আজও বিরাজমান। দ্বিতীয় আঘাতটি এল ২০০৭ সালে। প্রকাশ্য দিবালোকে শতাধিক দুষ্কৃতী ঘিরে সিপিএম নেতারা মারধর চালান। অপরাধ, ক্রমাগত সিপিএম নেতাদের আর্থিক দুর্নীতির খবর প্রকাশ করা। মার খেয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ জানাতে গেলে কেস গ্রহণ করা হয়নি। তবে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর এক দাপুটে সিপিএম নেতা এবং এসপি কে ফোন করে মামলা নেওয়া হয়। তখনকার বাজারে ডাবলু আনসারীর বিরুদ্ধে পুলিশ কেস হওয়া মানে অলৌকিক ব্যাপার। কী আর করা যায়! পাল্টা পুলিশ কেসও হল সেই থেকে ৭-৮টি জামিন অযোগ্য ধারায়। সেখানে ওসি এক নম্বর সাক্ষী হয়ে রামাদা সিজ করাছেন! আমরা নাকি ওই সিপিএম নেতাদের খুন করতে গিয়েছিলাম। এই মামলাও চলল বেশ কয়েক বছর। সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে ওরা ছাড়া পেল। ওদের মামলাতে আমরা দুই সাংবাদিক আদালতের রায়নামে নির্দোষ হলাম। এরপরে কয়লা সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে খবর করে তিনজন জাঁদরেল ওসির লিগ্যাল নোটিস পেলাম, একাংশ সাংবাদিকের ষড়যন্ত্রে পুলিশ সুপারের সাংবাদিক সম্মেলনে হয়েছে বলে আমার দীর্ঘ তিরস্কৃত হলাম। এইসব সিপিএমের আমলে হলেও, সেই একই ট্র্যাডিশন অব্যাহত তৃণমূলের রাজত্বেও। তবে আগে আইনি প্রত্যাঘাত সেভাবে দিতে পারেনি। তবুও লোকাল ম্যাজিস্ট্রেট ভাবা ওসির বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত, মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে জেলা আদালতে আপিল গ্রহণ বিষয়ক সাফল্যও পেয়েছি। এই আমলে নির্ভীক খবর করতে গিয়ে মঙ্গলকোট থানার এক আধিকারিকের অস্ত্র মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি পেয়েছি। এমনকি খুনের ষড়যন্ত্র পর্যন্ত হয়েছে বলে আমার দীর্ঘ সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে।